R. N. No. 2532/57 Phone No. 'RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্

রঘুনাথগঞ্জ

৭১শ বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৬ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল, ২০শে মার্চ, ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা, বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

বি ডি ও'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, অভিযোগের তদন্ত দাবী

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল ইন্দিরা কংগ্রেস দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত ও ঘোষিত নীতিসমূহের বিরোধীতা করে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছেন বলে সি পি এমের কৃষক শাখার পক্ষ থেকে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৫ মার্চ কৃষক সমিতি বিডিও অফিসের সামনে কয়েকশো মানুষকে জমায়েত করে বিক্ষোভও দেখায়। কৃষক সমিতির নেতা প্রাণবন্ধু মাল জানান, বিডিওর কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাতে এরপরে লাগাতার আন্দোলন শুরু করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও শ্রীমণ্ডলের সঙ্গে সি পি এমের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই তিক্ত হয়ে রয়েছে। সি পি এম নেতাদের ধারণা রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচনে জিতেও সি পি এম পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করতে পারেনি ব্লকের বিডিওর কারসাজিতেই। দলের এক নেতা জানান, পঞ্চায়েতের বিরোধকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পিছনে ওই বিডিও'র পরোক্ষ হস্তক্ষেপ রয়েছে। শুধু তাই নয় বিডিও'র চেয়ারে বসে নিখিলবাবু পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেস-ই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সরকারী গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বিডিও'র বিরুদ্ধে সরাসরি আরো কিছু অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ, ব্লকের ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি কয়েকশো ভূমিহীন কৃষককে পাট্টা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিডিও'র গাফিলতিতে ওই পাট্টা এখনও কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া যায়নি। আদিবাসী ও তপশীলদের জন্য সরকারের দেওয়া কৃষিভাতা ও বিধবা ভাতার টাকা-পয়সা দীর্ঘদিন যাবৎ ব্লকে এসে পড়ে রয়েছে। কিন্তু বিডিও তা যথাযথভাবে বণ্টন করছেন না 'উদ্দেশ্যমূলক' ভাবে। তাঁর গাফিলতিতেই এবছর ব্লকের কোনো কৃষক কৃষি ঋণ পাননি। ওই ব্লকের কুড়লী—প্রসাদপুরের কাছে বাস দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন গরীব মজুর মারা যান। মুর্শিদাবাদের ডি এমের ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারবর্গকে এককালীন ২ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এবং ডি এমের দপ্তর থেকে ওই টাকা সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দিতে বলা হয় বিডিওকে। কিন্তু বিডিও'র গাফিলতিতে ওই অসহায় পরিবারগুলির হাতে আজ পর্যন্ত সেই সাহায্যের কানাকড়িও পৌছোয়নি। কৃষক সমিতি এই সব অভিযোগ নিয়ে একটি স্মারকলিপি বিডিও'র হাতে তুলে দিতে গেলে ৫ মার্চ তিনি অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। সমিতির এক নেতা জানান, জবাবদিহির ভয়েই তিনি কৃষক সমিতি বা সি পি এম নেতাদের সামনাসামনি হতে চাইছেন না। ওই নেতা বিডিও'র বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবী জানিয়েছেন।

বিদ্যুতের ব্যাপক বিভ্রাটে শহর অচল হয়ে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের সর্বত্র দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। গত সপ্তাহ থেকে এই বিদ্যুৎ বিপর্যয় চরমে উঠেছে। ব্যবসাদারেদের মাথায় হাত পড়েছে, ছোট ছোট শিল্প-কারখানাগুলিও প্রায় বন্ধ। মোটামুটি হিসেবে শহর দুটিতে দিনে ৭/৮ ঘণ্টাও ঠিকমত বিদ্যুৎ মিলছে না। এই বিপর্যয়ের মূলে লোডশেডিং-ই শুধু নয়, স্থানীয় কিছু কর্মীর গাফিলতি ও যান্ত্রিক গোলযোগকেও দায়ী করা হচ্ছে। যে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এই গোলযোগ তা বহুদিনের। তবু সেই ত্রুটি সারাবার নামগন্ধ নেই সরকারী পর্যায়ে। আমরা এই ঘনঘন বিদ্যুৎ না থাকার কারণ জানতে চেয়েছিলাম স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের দুটি দপ্তরের কাছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা পরিষ্কার করে কিছুই বলতে চাননি। অন্যদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পিছনে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কর্মীর গাফিলতি রয়েছে বলে ক্ষমতাসীন সি পি এম এবং আর এস পির কিছু নেতার ধারণা। তাঁদের মতে, জনমনে সরকার সম্পর্কে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতেই ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। এই ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচনার দিন থেকেই। এর ফলে ব্যবসা, বাণিজ্য, ছোট ছোট শিল্পগুলি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিতে এক সভা ডাকবেন বলে জানা গেছে। ছাত্র পরিষদের একটি গোষ্ঠী ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিরুদ্ধে পথে নামবেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই।

কলেজে ক্লাস ফাঁকি, ডি ডি পি আই-এর নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে কলেজের অধ্যাপকদের হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে প্রতিদিন অনুপস্থিত অধ্যাপকের ঘরে 'এ্যাবসেন্ট' লিখে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের ডেপুটি ডি পি আই। ১২ মার্চ্চ তিনি কলেজ পরিদর্শনে এসে অধ্যাপকদের ব্যাপক ক্লাস ফাঁকির অভিযোগ পেয়ে এই নির্দেশ জারী করে যান। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন, বিনা নোটিশে কোনো অধ্যাপক কলেজ থেকে ছুটিতে যেতে পারবেন না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অধ্যাপকদের ছুটির ব্যাপারে 'নোট' রাখতেও বলা হয়েছে। কলেজ অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকি সম্পর্কে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বাসের অনিয়মে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকায় বাসযাত্রীরা অনিয়মিত বাস চলাচলের প্রতিবাদে প্রায় তিন ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে। ওই দিন বহরমপুর-ফরাক্কা রুটের বাস উত্তরায়ণ বহরমপুর থেকে সকাল সাড়ে নটায় ফুলতলায় এসে যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন ফরাক্কা যেতে পারেনি। ফলে নিত্যযাত্রী অনেক সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকসহ বহু মানুষ অনেক দিনের মত সেদিনও দুর্ভোগের কবলে পড়েন। পরবর্তী বাস 'জনতা' (মুরারই-ফরাক্কা ভায়া রঘুনাথগঞ্জ) যথারীতি আধঘণ্টা (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল।

বাজেটের কেরামতি

ভারতের নূতন প্রধান মন্ত্রীর জমানায় প্রথম বাজেট ঘোষিত হইয়াছে। একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৮৫-৮৬ সালের সাধারণ বাজেট ও রেল বাজেট লইয়া একটি ব্যঙ্গচিত্র আশা করি অনেকেরই চোখে পড়িয়াছে। উক্ত ব্যঙ্গচিত্রে দেখা যায়, এক শীর্ণকায় সাধারণ মানুষের উপর পিস্তল ধরিয়া তাঁহার পকেটে হাত ঢুকাইয়া যাহা আছে, কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। ইহা রেল বাজেটের প্রভাব। অপর দিকে একই সঙ্গে মানুষটির এ্যাটাচি ছিনাইয়া লইয়া যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা সাধারণ বাজেটের ফলশ্রুতি জ্ঞাপন করিতেছে। সার্থক এই ব্যঙ্গচিত্র যাহা দ্যোতনা করে যে, দুই বাজেটের প্যাঁচকলে পড়িয়া সাধারণ মানুষের যেন নাভিশ্বাস উপস্থিত।

রেল বাজেটে যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল—দুইই বাড়াইবার সিদ্ধান্ত আছে। যদিও পাঁচশত কিলোমিটার পর্যন্ত অতিরিক্ত পণ্যমাশুল লওয়া হইবে না, তবু ইহাতে পূর্বের রাজ্যগুলিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পাঁচশত কিলোমিটারের অধিক দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে আমদানী করিতে হয় বলিয়া অতিরিক্ত পণ্যমাশুল গুণিতে হইবে। আর তাহা এইসব রাজ্যের শিল্পোৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি করিবে। তাই পুনরায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য। মাসিক রেল টিকিটের মূল্যবৃদ্ধিতে নিত্যযাত্রীদের উপর নূতন বোঝা চাপিল।

সাধারণ বাজেটের কথায় আসা যাক। আয়কর, সম্পদকর, উত্তরাধিকার কর, পশম, রেডিও-টিভির লাইসেন্স, দেশী কমপিউটার—ইহাদের উপর কর কমিল কি রদ হইল, তাহা লইয়া নিম্নবিত্ত মানুষদের কোন মস্তকবেদনা নাই। এইগুলি হইতে তাহাদের কোন উপকার নাই। সুতিবস্ত্র, চা, সাইকেল সরঞ্জামের উপর শুল্ক কমতি বা রদ হওয়ার কিছু উপকার তাঁহাদের হইবে। পেট্রোলিয়াম বা ট্রাক, বিড়ি, ছাপা ও লেখার কাগজের উপর নয়াশুল্ক বাড়িবার ফলে পরিবহন ব্যয় বাড়িবে, উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে এবং রেল ও সাধারণ বাজেটের বিমুখী অভিযানে যাবতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। রেলগাড়ীর নিয়মিত অনিয়মিত চলাচলের কারণে সম্ভাব্যক্ষেত্রে লোকে বাসেই যাতায়াত করেন ও মাল আমদানী করেন। বাস-লরী ট্যাক্সি ভাড়া আবার বাড়িতে বাধ্য এবং তাহাতে দরিদ্র মানুষের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। দুঃখকষ্টের উপশম কোথায়?

সাধারণ বাজেটে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি ঘাটতি রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বাজেট ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির ত্রয়ী ধাক্কায় বিভিন্ন জিনিসের দাম তীব্র গতিতে বাড়িবে। পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট ও কাগজের উপর শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে আছে তাহারই অশনি সংকেত। ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানে ৪০০ কোটি টাকা, দরিদ্র নিরাপত্তা প্রকল্প, শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টায় যে উপকার হইবে তাহার চেয়ে সাধারণ মানুষ বেশী গুরুত্ব দেন কোন্ জিনিসের কতটা দাম বাড়িবে, তাহারই উপর।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন যাহার মধ্যমণি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী। তাঁহার সরকারের প্রথম বাজেটে সবস্তরের মানুষ সম্বন্ধে যে সব চিন্তাভাবনা করিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার বাস্তবায়নে যে যে বাধা, তাহা যতটা দূর করিতে পারা যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থাৎ দরিদ্রের উপকার করা যায়, ততই মঙ্গল সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষেও।

ভিন্নচোখে

বেয়নেট বিশ্বাসের একটি বহুশ্রুত গণসঙ্গীতের মধ্যে অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় নিবদ্ধ ছিল। কাস্তেটারে দিও জোরে শান। ভারতের গণসঙ্গীতের এই বিখ্যাত গানটি প্রখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে বহুবার অনুরণিত হয়েছে প্রসঙ্গতই মনে পড়ল আর একজন কাস্তে কবিকে। তিনি ছিলেন শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের শরিক। শানিত তরবারির মত তাঁর লেখনী। আপোষহীন সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈনিক। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাঁর কবিতা সাড়া জাগিয়েছিল সর্বত্র। মানুষের চেতনায় হেনেছিল আঘাত।

বেয়নেট হোক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো; বন্ধু।

একদা কম্যুনিষ্ট পার্টির রেড গার্ডেঃ সৈনিক; এই কাস্তে কবি আজ অন্তলোকে। তাঁর কাব্য সৃষ্টি পাঁচটি দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বাংলা কবিতাকে প্রাণ সমৃদ্ধ করেছে। কবির মানসক্ষেত্র ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র হল সংগ্রামের—মানুষের জীবন যুদ্ধের। নির্লোভ, নিরহংকারী—সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কবি বেঁচে থাকবেন সর্বযুগের চেতনার মধ্যে। মানুষের অন্তরে। মানুষ কখনও বিস্মৃত হবে না কবির সেই বিখ্যাত উক্তিটি: এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

মণি সেন

কলেজ কর্মীদের আমরণ অনশন

জঙ্গিপুর: যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের ডাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কলেজের মত জঙ্গিপুর কলেজ শিক্ষাকর্মীগণ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী কলেজে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। গত ১৮ মার্চ বেলা ১টা থেকে শিক্ষাকর্মীগণ কলেজ গেটে অনশন পালন করেন। শিক্ষাকর্মীরা আগামী ১৯ ও ২০ মার্চ কলিকাতায় আমরণ অনশনে যোগ দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় কলেজ শিক্ষাকর্মীগণ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ন্যায্য দাবী সরকারের কাছে পেশ করে কোন সুফল না পাওয়ায় আজ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন। তাঁদের প্রধান দাবী বিশ্ববিদ্যালয় পে-স্কেল, ১ : ১ হারে ইউ জি চালু, টিফিন ও কমপেনসেটরী এ্যালাউন্স, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ইত্যাদি। এই সমস্ত দাবী আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কলেজ কর্মীগণ আজ মরণপণ সংগ্রামে নেমেছেন। সরকারের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিযুক্ত কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানা যায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আমন্ত্রণ

অংকাবাদ: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে অংকাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরে আগামী ১৩ চৈত্র হতে ১৭ চৈত্র পর্যন্ত শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা ও বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ধর্মীয় শোভাযাত্রা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন, দেবী পূজা, আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া কৌশল ও ব্যায়াম প্রদর্শনী, রামায়ণ গান, কবিগান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক যুবকদের ধর্ম শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, মহোৎসব এবং শ্রীশ্রীগুরুপূজাদি অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচীতে যোগদানের জন্য স্বামী চিন্ময়ানন্দজী মহারাজ সর্বশ্রেণীর নরনারীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

বিধানসভা অভিযান কর্মসূচী

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ মার্চ: ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের জঙ্গিপুর শাখার সভাপতি কমল ত্রিবেদী ও সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন এক যুগ্ম বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে বর্তমান বামফ্রন্টের মদত পুষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তাদের তাঁবেদার বেশ কিছু আমলা কো অর্ডিনেশন কমিটির দলভুক্ত না হলে সেই কর্মচারীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন ও তাদের উপর অন্যায় বদলী ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ফেডারেশনের আন্দোলনের চাপে এসব অন্যায় জুলুম অনেকক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা গেছে। দুজন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর পেনশন বন্ধ রাখা হয়। তার মধ্যে একজনের পেনসন আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ফেডারেশন সরকারের কাছে এ ব্যাপারে দায়ী কর্মকর্তাদের শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা আরো জানান, গঙ্গা এ্যান্টিইরোশন ডিভিশনে বেআইনীভাবে ক্যাজুয়াল লেবার নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কাজ হচ্ছে না। তাই তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের চিন্তা করছেন। এরই মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করেছেন এবং ২০-৩-৮৫ বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচী নিয়েছেন।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণ

রঘুনাথগঞ্জ: এই থানার বৈরড়া গ্রামের কমলাপতি চক্রবর্তীর চতুর্থ পুত্র বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী সিনিয়র বৈজ্ঞানিক ডঃ বীরেশ্বর চক্রবর্তী ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লী, হায়দরাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করতে আসছেন।

খাল বিক্রয়

ম্যাকেঞ্জি ময়দান সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পশ্চিমে পুষ্করিণী নির্মাণ উপযোগী প্রায় ৭০ শতক খাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অথবা প্রধান শিক্ষকের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

পানে ও আপ্যায়নে

চা স্বপ্নের চা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

অসুস্থ ডাক-তার

দুর্মুখ

"অসুস্থ ডাক-তার
সুস্থতা ফিরাতে তার
দুর্লভ ডাক্তার।"

শতাব্দীর প্রাচীন ডাক-তার বিভাগ জরাগ্রস্ত। তার এই বার্দ্ধক্যে শত রোগ শরীরকে আক্রমণ করে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে যে ডাক্তারও দুর্লভ তাকে সুস্থ করতে। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"শিরে করলো সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবি কোথা।" তাই হয়েছে ডাক-তার বিভাগের। অন্ততঃ পক্ষে যা দেখছি শহরের দুই প্রাচীন ডাকঘর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের ক্ষেত্রে। রঘুনাথগঞ্জ বড়. তার কথায় পরে আসছি। জঙ্গিপুরের কথায় ধরা যাক। এই ডাকঘরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্প বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ডাকঘরের শিরে সরকারী ব্যর্থতায় তক্ষক নাগের দংশন হয়েছে. একে রক্ষা করতে কোন কশ্যপেরও সাধ্য নাই। এটা ডাকখানা না চিড়িয়াখানা বোঝা দুষ্কর। দরজার পাশে দাঁড়ালে শোনা যাবে হট্টগোল, যেন তুলসী-বিহার মেলা। ভিতরে তাকান বুঝতে পারবেন না কে কর্মচারী কে কর্মচারী নন্। কেননা এখানে সরকারী আদেশে কর্মচারী সংখ্যা চার যারা পোষ্টাল এ্যাসিষ্টেন্ট বলে খ্যাত। কিন্তু তাহলে ঐ যে যিনি আলমারী খুলছেন সরকারী রেকর্ড ঘাটছেন সরকারী রেকর্ডে স্বহস্তে লিখছেন, এমন কি সরকারী দিলমোহর খুশি-মতন ব্যবহার করছেন, উনি কে? আমরাতো যতদূর জানি উনি একজন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্ট। তবে? ওহো তাহলে নিশ্চয়ই সরকারী নিয়ম হয়েছে উনারাও ডাকঘরে সহায়তা করবেন কাজে কর্মে। যাক তাহলে কাজকর্মে দ্রুতগতি ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠোঁটকাটা এক-ছোঁড়া কানে কানে বলল দূর মশায়, নিয়ম হয় নাকি! ওরা খাটছে নিজেদের গরজে। নইলে সার্টিফকেট পেতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে যে। দেখুন না শুধু কাজ করাই নাকি, একটু দাঁড়ান, দেখতে পাবেন টিফিনটাও নিজের পয়সা দিয়ে এনে দেবে সবাইকে। দেখলাম কথাটা সত্যি। মিষ্টি, সিঙারা, চা এলো, খেলো সবাই. পয়সা দিলেন এজেন্ট মশায়। ভাবলাম আহা, যদি এই সিষ্টেম চালু করা যায় রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরে তাতে কত উপকার হয় পাবলিকের। কর্মচারীদের কাজে লিকের ঠেলায় রঘুনাথগঞ্জের পাবলিকের জীবন-টিউবে বাতাসই ধরে না। সারাদিন কাজ করতে গিয়ে সব জানলার ধারে ফাঁসা টিউবের মত চুপচাপ, কোন গতি নাই। এমন কি সরকারী যে ঢকা-নিনাদ শুনছেন বা দেখছেন কাগজে কাগজে—স্বল্প সঞ্চয়ে পাশবুকে লগ্নি করুন কমপক্ষে দুশ টাকা, বছরে দুবার লটারির সুযোগ। খেলা হয় জুন আর জানুয়ারী। প্রাইজ, ফার্ষ্ট প্রাইজ একলাখ যদি লাক্ ফেভার করে। আবার অজস্র ছোট ছোট পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত। সেই খেলার জুন '৮৪ বাবদ বেশ কিছু আমানত-কারী প্রাইজ পেয়েছেন পাঁচশ এবং পঞ্চাশ টাকা করে গেজেটে দেখেছি। কিন্তু তা এখনও জমা পড়লো না এ্যাকাউন্টে। কবে পড়বে, আদৌ পড়বে কিনা জানা নেই। ডাকঘরে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল সেই ফাইলই নিখোঁজ। খোঁজ খোঁজ করতে করতে এটা পাওয়া যায় তো ওটা নাই, ওটা পাওয়া যায় তো এটা নাই। অতএব নাই, নাই, আশা নাই। মার্চ '৮৫ শেষ হতে চললো, আর কতদিন দেরী। অতএব রাগ করে বলতেই হয় সরকারের উর্দ্ধতন কর্তাদের, ঢাক না পিটিয়ে চাপা দেন মশাই সব। কি হবে অতো বিজ্ঞাপন, তার চেয়ে গোপনে কেটে পড়ুন না। লোকে বিশ্বাস করে অন্ততঃ পক্ষে ঠকবে না। হায় এ কোন রোগ ধরলো ডাক তার বিভাগের। এযে শিরে সর্পাঘাত, সর্ব শরীর বিষে জড় জড়। ওঝায় কি করবে? এদিকে ব্লকে ব্লকে সঞ্চয় পরিকল্পনা আধিকারিক, এজেন্ট ছড়া-ছড়ি। পাবলিকের টাকা ব্লক করে রাখার কেরামতি। দেখুন না কাজের বাহার-জঙ্গিপুরের এক বুভুক্ষু শিক্ষক কোনক্রমে কিছু টাকা সুদেরলোভে সরকারী প্রচারে অভিভূত হয়ে সেভেনথ ইস্যু সার্টিফিকেট করতে দিলেন জঙ্গিপুর ডাকঘরকে। কিন্তু ঐ ডামা-ডোলের ডাকঘর তার বদলে তাঁকে ধরিয়ে দিল সিক্স ইস্যু। এখন ভদ্রলোক করে কি। শুকিয়ে থাকতে হবে ছ ছটি বছর। বলতে গেলেন—ওরা সবাই মিলে ধরে বসলেন—যা হবার হয়ে গেছে সহে নিন্। অগত্যা ভদ্রলোক মুখ শুকনো করে খানিকক্ষণ কপাল টিপে বসে থেকে উঠে গেলেন। কি করবেন, তিনি তো ভদ্রলোক, ভদ্র-লোককে তো সব সইতেই হবে। অপূর্ব অবস্থা ডাকঘরের। কেউ দেখার নেই, বলার নেই। শাস্তির ব্যবস্থাও তথৈবচ। সবাই জানে কর্তা ধরতে পারলে সব দোষ মাপ। সাত-খুন কেন সাত সাতকে উনপঞ্চাশ খুনও কিছু হবে না। অতএব কর্তা-দের চেলা বাড়ছে। ডাকপাল নিরু-পায়। তাঁর অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। দুদিকে দুই ইউনিয়ন আর তার উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়া ওপর-ওয়ালা। তিন চাপে তিনি চিঁড়ে চ্যাপটা। পরিদর্শনকারী ওপরওয়ালা আছেন, তিনি আসেন যান, চা পান খান, টি এ বিল পান এবং যথাযথ লিখেও যান "Cash Stamp found correct, work is satisfactory. The Postmaster instructed to be more careful to his Supervision". কিন্তু যাঁর সুপার-ভিসন তিনি তো চ্যাপটা, খাচ্ছেন সবারই লেজের ঝাপটা, তাঁর অবস্থা শোচনীয়। এই রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে কিছুদিন আগে মণিওর্ডার ফর্ম বাজারে বিক্রি হলো কিন্তু সরকারে তার টাকা জমা পড়লো না। এ নিয়ে আর ডি থেকে নীচের তলা পর্য্যন্ত কত এন-কোয়ারী হলো, কিন্তু ফলাফল চলে গেল কোন অতলে। যারা করলো তাদের বুক আরোও ফুলে উঠলো, ফেঁপে উঠলো অন্যায় করার বাসনা। এই বিকারগ্রস্ত রোগী নিয়ে atten-ding নার্স ব্যতিব্যস্ত, ডাক্তাররা পলাতক। অতএব রোগী যে শেষ তক টেসে যাবে তা আর বলতে হয় না। তাই প্রথম প্যারাতেই ফিরে আসি—"অসুস্থ ডাক-তার, সুস্থতা ফিরাতে তার দুর্লভ ডাক্তার।"

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
বন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র
সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে
সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীন রামনগর-ফরাক্কা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত (ছাবঘাটী হাইস্কুলের নিকটে) একটি শুকনো কড়াই গাছ আগামী ২৮-৩-৮৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় রঘুনাথগঞ্জে অবস্থিত জেলা পরিষদের ডাক বাংলায় প্রকাশ্য নীলাম ডাকে বিক্রয় করা হইবে। নীলাম ডাকে ইচ্ছুক ব্যক্তি-গণকে ডাকে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রকাশ থাকে যে, ডাকে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে ডাকের পূর্বে আমানত হিসাবে নীলাম কর্তার নিকট ১০০০-০০ (এক হাজার টাকা) জমা দিতে হইবে। সর্বোচ্চ নীলাম ডাককারীকে ডাক শেষে ডাকের সমুদয় টাকা এককালীন নীলাম কর্তার নিকট জমা দিতে হইবে, অন্যথায় তাহার আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং নীলাম কর্তা পুনরায় উক্ত ডাক করিতে পারিবেন। ইতি—তাং ১৮-৩-৮৫।

এম এ রহমান
এস এ ই জঙ্গিপুর
মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

পথ অবরোধ, বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়ীতে আপাদ-মস্তক মানুষে মুড়ে মুরারই থেকে ফুলতলায় আসে। কিন্তু টায়ার খারাপের অজুহাতে ফরাক্কা যেতে অসম্মত হয়। কিছু নিত্য যাত্রী ঐ বাস-মালিকের কাছে আগের দিনও না যাবার একই অজুহাত শুনেছিল এবং তারপরও ঐ বাস অতিরিক্ত মুনাফার লোভে শুধু রঘুনাথগঞ্জ থেকে মুরারই যাতায়াত করে। ঐ বাসটি সম্বন্ধে অভিযোগ যে, বিনা অনুমতিতে কয়েক মাস থেকে মুরারই-ফরাক্কার (ভায়া রঘুনাথগঞ্জ) পরিবর্তে বেআইনীভাবে শুধু মুরারই-রঘুনাথগঞ্জ যাতায়াত করছিল। ফলে, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণতিতে যাত্রীরা স্বতস্ফূর্তভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই অব্যবস্থার প্রতিকারে রাস্তা অবরোধ করে। এস ডি ও'র প্রতিনিধি হিসাবে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি ডি ও ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁর কাছে যাত্রীরা দাবী করে—বাস-মালিককে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যাতে এই অনিয়ম ভবিষ্যতে আর না ঘটে এবং বাসটিকে আটক করতে হবে। বি ডি ও এই দাবী মেনে নেন এবং পুলিশ গাড়িটিকে কর্মীসমেত আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে পুলিশ বাস-মালিককে খুঁজে বার করে মহকুমা শাসকের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায়ের আশ্বাস দেয়। এরপর যাত্রীরা অবরোধ তুলে নেয়। ১৮ মার্চ বাস-মালিক ঠিকমত বাস চালাবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাসটিকে থানা থেকে ছাড়া হয়।

কলেজে ক্লাস ফাঁকি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলে হালে অধ্যাপকরা কিছুটা সংযত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ডি ডি পি আই ওই দিন কলেজ পরিদর্শন করে কলেজে আসছে বছর থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স চালুর ব্যাপারেও সবুজ সংকেত দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পদস্থ অফিসারও ছিলেন।

ব্যবহার করুন সি. আর. দাশের রাঙ্গাজবা

মুক্তিক টুথ পাউডার

হাসুন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে

মুক্তিক টুথ পাউডার

মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

Wanted two assistant teachers and one daftari for Ghorsala H. N. Jr. High School (proposed) P. O. Ghorsala, Dist. Murshidabad, W.B. i) B. Sc (Pure) ii) B. A and iii) Daftari (VIII passed).

Candidates are asked to appear before the selection Committee with complete bio-data and attested copies of marks-sheets, certificates and testimonials for interview in the school premises at 8 a. m. on 31-3-85.

Secretary,
Ghorsala H. N. High School
P. O. Ghorsala, (Murshidabad)

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন: রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

STUDIO & COLOUR LAB.
RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD, W.B.

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য স্লি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক:—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস: জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন: ১১৫

সকলের প্রিয়
এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইস ব্রেড
মিয়াপুর • ঘোড়শালা • মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।